২৪-০৭-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তোমরা প্রতি মুহূর্তে তোমাদের সত্যিকারের প্রিয়তমকে স্মরণ করো, প্রিয়তম এখন এসেছেন তোমাদের সব প্রিয়তমাদের নিজের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ।"

প্রশ্ন : - কোন্ রহস্য জেনে যাওয়ার কারণে তোমরা বাচ্চারা সুখ আর শান্তি চাইতে যাও না ?

উত্তর : - তোমরা এই নাটকের রহস্যকে জানো । তোমরা জানো যে এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হবে । আমরা প্রথমে শান্তিতে যাবো তারপর সুখের দুনিয়ায় আসবো, তাই তোমরা সুখ আর শান্তি চাও না, তোমরা তোমাদের শান্ত স্বরূপে স্থির থাকো । মানুষ তো নিজের স্বধর্মকেই জানে না আর এই নাটকের রহস্যকেও জানে না, এই কারণেই তারা বলে আমার মনকে শান্তি দাও । এখন শান্তি তো বাস্তবে আত্মার চাই নাকি মনের ।

গীত : - প্রীতম এসো, মিলিত হও .....

ওম্ শান্তি । যেমন শাস্ত্রের কিছু কিছু কথা বোঝা যায়, এর মধ্যে গীতারও কোনো কোনো কথা ঠিকা গানেও তেমনই । এখন প্রীতম শব্দটি ঠিক কিন্তু শরীর ডাকছে, শরীর তো ডাকে না । এই শরীরে থাকা আত্মা ডাকে, কারণ আত্মাই দুঃখী । পতিত আত্মা বলা হয়, তাই না ? আত্মাতেই খাদ লাগে । আবার এই আত্মাই সতোপ্রধান আর তমোপ্রধান হয় । সত্যিকারের সোনাই আবার নকল হয়ে যায় । এমন কখনোই ভেবো না যে আত্মা নির্লিপ্ত । মানুষ ভাবে যে আত্মাই পরমাত্মা, তাই নির্লিপ্ত বলে দেয়। মানুষ অনেক দ্বিধায় থাকে । এ কার মত ? এ হলো রাবণের মত ? ঈশ্বরের কারণে মানুষ যা কিছু করে - যেমন ভক্তি ইত্যাদি মানুষ ঈশ্বরের সাথে মিলনের কারণেই করে থাকে । সবার এই একই কামনা, কেমন করে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়া যায় । আর এই কারণেই মানুষ যজ্ঞ, তপ, দান পুণ্য ইত্যাদি করে । তবুও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না । যদি ঈশ্বরকে পাওয়া যেত তাহলে মানুষ তীর্থে যেত না । মনে করো কারো কোনো দেব মূর্তির সাক্ষাত্কার হলো । কিন্তু সেও তো ঈশ্বর প্রাপ্তি হলো না । ঈশ্বরকে সকলেই ডাকতে থাকে.....হে পতিত পাবন, হে প্রীতম এসো, কেননা আত্মা খুবই দুঃখে থাকে । শরীরেও যদি আঘাত লাগে তাহলেও আত্মার সেই দুঃখের অনুভব হয় । আত্মা যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তখন সেই শরীরকে যা কিছুই করো না কেন, আত্মার কি কোনো অনুভব হয় ? আত্মা আর শরীর যখন কম্বাইন্ড থাকে তখন আত্মার অনুভব হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে সত্যযুগে কোনো দুঃখ থাকে না কেননা সেখানে মায়ার রাজত্ব থাকে না । তোমরা এই পুরুষার্থ করো স্বর্গে যাওয়ার জন্য, যেখানে মায়া থাকে না । এই মায়ার রাজ্য এখন শেষ হয়ে এসেছে । মানুষ তো কোনো বিচারই করে না । তারা বলে যে মনে শান্তি নেই । আত্মার শান্তি নেই ....এই কথা কিন্তু বলে না । মনের কথাই তারা বলে দেয় । আত্মার মধ্যেই মন আর বুদ্ধি আছে তাই আত্মা বলে যে আমার শান্তি চাই । এমন নয় যে মনের শান্তির প্রয়োজন । আত্মা শান্তি চায় । তারা এও বোঝে যে আমরা আত্মারা পরমধাম থেকে আসি । আত্মা এই শরীর রূপী যন্ত্র প্রাপ্ত করে । আত্মাই বলে .....প্রীতম এসে মিলিত হও । এই শরীর দুঃখী । এখন এই জীব আর মনের কত তফাত । মন আর বুদ্ধি হলো আত্মার শক্তি আর এই শরীর হলো যন্ত্র । এই কথাকে আর কেউই জানে না । বাস্তবে আত্মার নাম নেওয়া উচিত । শান্তি তো আত্মারই প্রয়োজন । এখন আত্মা এই শরীর রূপী যন্ত্রের দ্বারা

বিকর্মের ওপর জয় লাভ করছে । এমন নয় যে মনের ওপর জয়লাভ করছে । তা নয়, পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমতের সাহায্যে মায়াকে জয় করছে । বাকি মনের শান্তি চাই ....এ কথা বলাও ভুল । আবার এমনও নয় যে মনের সুখ চাই । আত্মা শান্তি চায় কারণ তার নিজের শান্তিধামের কথা স্মরণে আসে ।

এখন তোমরা বাচ্চারা আত্মা আর পরমাত্মার ভেদ বা তফাত বুঝে গেছো । বাবা বলেন হে প্রিয়তমারা - তোমরা তোমাদের প্রীতমকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করতে থাকো । প্রীতমও জানেন যে এদের ওপর মায়ার অনেক প্রভাব রয়েছে । প্রতি মুহূর্তে মায়া ভুল করিয়ে দিয়ে দেহ অভিমান নিয়ে আসে । আত্মা নিজে জেনে গেছে যে .....আমি হলাম শান্ত স্বরূপ । আত্মার স্বধর্মই হলো শান্তি । এই স্বধর্মকে ভুলেই আত্মা দুঃখী হয়ে ডাকতে থাকে .....আমার শান্তি চাই, মুক্তি চাই । এই শান্তির পরেই হলো সুখ । সন্ন্যাসীরা তো এই নাটকের রহস্যকে জানে না । শান্তির দেশকেও তারা জানে না । তোমরা কিন্তু পাক্কা নিশ্চিত যে, আমরা আত্মারা হলাম পরমধামের বাসিন্দা । আমরাই ৮৪ জন্মের পার্ট করে এসেছি । এখন এই পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে । এই আত্মাই বলে .....আমরা প্রীতমকে পেয়েছি । ভক্তিমার্গে সবাই এই প্রীতমকে স্মরণ করে । সত্যিকারের প্রীতম এই একজনই । মানুষ এই একজনের নামই নেয় । তোমরা সবাই বুঝতে পারো যে আমরা প্রীতমকে পেয়েছি । এখন তিনি এই সাধারণ শরীরে বিরাজ করছেন যাঁর নাম ব্রহ্মা । তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী । সবাইকে এইকথা বোঝাও । ব্রহ্মাকুমার, কুমারীদের সামনে প্রজাপিতা শব্দটি না আসার কারণে সবাই দ্বিধায় পড়ে যায় । প্রজাপিতা শব্দ না থাকার কারণে মানুষ বুঝতে পারে না । প্রজাপিতাকে তো সবাই জানে । ব্রহ্মাকে তারা সূক্ষ্ম বতনবাসী মনে করে নেয় । তোমরা যদি প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলো তাহলে বুঝবে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার, কুমারীরা বরাবর আছে, তাই জিজ্ঞেস করা হয় প্রজাপিতার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? 'পিতা' এই শব্দ তো আগেই আছে । শিবকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । এখন তোমরা জেনে গেছো, এক হলো পারলৌকিক পিতা, আর দ্বিতীয় হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা । লৌকিক বাবাকে তো তোমরা জানোই । তোমরা এখন তিন পিতাকে জেনেছো, আর কেউই দুনিয়াতে তা জানে না । সত্যযুগেও কেউ পারলৌকিক বাবাকে জানে না । সেখানে তাদের একজন পিতাই থাকেন । এখন এই সঙ্গমে তোমাদের তিন পিতা । এই তিন পিতাই এই সঙ্গম যুগেই সম্ভব । আর কখনো তা হতে পারে না । এক হলো উঁচুর থেকে উঁচু বাবা, যাঁর থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায়, দ্বিতীয় বাচ্চা ব্রহ্মা, যাঁর দ্বারা বাচ্চাদের দত্তক নিয়ে থাকি । ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীর গায়ন আছে । দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা বলে থাকে ....আমরা ব্রহ্মার সন্তান । কিন্তু এই কথা বুঝতে পারে না যে, আমরা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী । তারা হলো গর্ভজাত বংশাবলী । এই মুখ বংশাবলী কেবলমাত্র এই সময়েই হয় । শিবের জন্য মুখ বংশাবলী বলা হবে না । তাঁকে সবাই বাবা বলে মানে, তিনজন পিতা , শিববাবা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মারই সমস্ত সন্তান । লৌকিকে তো আছেই । তাই এই কথা পাক্কা স্মরণ করতে হবে । এরপর বোঝানো হয় - পরমপিতা শিববাবার কিন্তু কোনো শিক্ষক নেই । এই ব্রহ্মা বাবাও শিব বাবাকেই স্মরণ করেন । তিনিই হলেন পরমপিতা আবার পরম শিক্ষকও । তিনি রোজ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দেন । তোমরা জানো যে প্রীতম এখন তাঁর প্রিয়তমাদের বসে বোঝাচ্ছেন । তিনিই হলেন পতিত পাবন । তিনি আমাদের নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন, দুঃখ থেকেও তিনিই মুক্ত করেন । তোমরা জানো যে এই দুঃখের নগরী বদল হয়ে সুখের হবে । এই রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে । অবশেষে মৃত্যু তো আসবেই । রাবণের ভূতও এখানেই বানানো হয় । রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য । বাবা এসে বোঝান, এই রাবণই তোমাদের ভারতবাসীদের থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে । হার আর জিত তোমাদের

ভারতবাসীদেরই হয় । রাবণ রাজ্য এলে তোমরা বাম মার্গে চলে যাও । রজো , তমো হতে হতে তোমরা তমোপ্রধান হয়ে যাও । রাবণকে তোমরা এখানেই জ্বালাও । বরাবর এ হলো রাবণ রাজ্য । বাকি সীতা হরণের কোনো কথাই নেই । এ তো রাবণেরই রাজ্য । সব মানুষই এই রাবণের রাজ্যেই আছে । রাবণ রাজ্যে থাকে দুঃখ আর রাম রাজ্যে থাকে সুখ । রাম কিন্তু ভগবানকেই বলা হয় । তোমাদের বুদ্ধিই সেখানে যায় আর কারোর বুদ্ধিতেই এই বিষয় নেই । বাবা এসেই তোমাদের বুদ্ধিকে পরশ পাথর বানান । তাই বরাবর তাঁর নাম রাখা হয়েছে পারশনাথ । সেখানেও বিষ্ণুর দুই রূপ আছে । এই কথা বুঝতে কতো জটিলতা । বাবা বসে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে বলেন ।

তোমরা এই গানের একটি মাত্র শব্দ শুনলেই জেগে যাবে । কোনো কোনো গান খুব সুন্দর । তোমরা এখন যাত্রায় যাচ্ছো । জানো কি , রুহানী যাত্রা আমরাই করি । বরাবর এই আত্মাদের পান্ডা একজনই । এখন তিনি তোমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান । সবার গাইড ওই একজনই । সবাইকে মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তিনি নিজেই আসেন, যেহেতু ওঁনাকে সবার সদ্গতি করতে আসতেই হয় । তাই যে কোনো রূপেই তাঁকে আসতে হবে । তোমরা যখন ঘরে থাকো তখনই তাঁকে আসতে হয় । বরাবর শিবরাত্রির গায়ন আছে । যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করো, শিব তো নিরাকার, তাহলে তাঁর রাত্রি কিভাবে হয় ? তাঁর নাম আর রূপ নেই, তাহলে তাঁর রাত্রি কিভাবে হয় ? তাঁর লিঙ্গ রূপ দেখানো হয় .....যাঁর নামও আছে, রূপ , দেশ আর কাল বা সময়ও আছে । তাঁর মহিমাও গাওয়া হয় যে .....সুখের সাগর, তাহলে অবশ্যই তিনি সুখই দেবেন, তাই না ? এখন সকলেই পতিত । যিনি গুণবান তাঁর সামনে গিয়ে মানুষ গায় .....আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই । আমরা নির্গুণ , কালো হয়ে গেছি । এ তো কালো দুনিয়া । কালো বেগুনে কোনো গুণ থাকে না । কালো অর্থাত্ পতিত মানুষদের মধ্যে কোনো গুণ থাকে না । গুণ তো যারা গোরা বা পবিত্র হয়, তাদের মধ্যে থাকবে । তোমরা এক বাবার কথাই শোনো, অন্য কারোর কথা তোমরা শোনো না । একজন আর একজনকে এই জ্ঞানের পয়েন্টসই শোনাও । রিপিটও করাও । এখানে তোমরা যে সুখ পাও বা যে ধারণা করো তা খুবই ভালো । হোস্টেলে লোকে অল্পদিনের জন্য আসে, কেউ চার দিন, কেউ বা ছয় বা আট দিনের জন্য আসে । তারা বসে বাবার থেকে শুনতে থাকে । তোমাদের যেন এমন নিশ্চয়তা আসে যে আমরা মাতা - পিতার সাথে এক ঘরে বসে আছি । এ হলো ঈশ্বরীয় ঘর । দোর বলো বা ঘর , কথা একই । দোরে এসেছো মানেই ঘরে এসেছো । তাই এ হলো ঈশ্বরীয় ঘর, সবাই ভাই - বোন, তাই একে ইন্দ্রপ্রস্থও বলা হয় । এই জ্ঞান হলো পরীদের গল্পের মতো, নম্বর অনুসারে নাম রেখে দিয়েছে । এ হলো শিববাবার দরবার । এখান থেকে বাইরে গেলেই তোমাদের অবস্থায় রাত দিনের তফাত এসে যায় । যারা সেবায় যায় তাদের বুদ্ধিতে থাকে যে কিভাবে সেবা করবে । এই নাটকের চক্রকে বোঝানোও খুবই সহজ । আমরা এখন তৈরী হচ্ছি, বাবা আমাদের নিতে এসেছেন । এই ব্যাগ ব্যাগেজও গুছাতে হবে । তোমরা তোমাদের পুরনো খড়তুল্য মূল্যহীন যা কিছু বাবাকে দিয়ে দাও আর বাবা তার বদলে তোমাদের সোনায় ভরিয়ে দেন । তোমরা জ্ঞান মানস সরোবরে ডুব দাও । এ হলো পড়ার কথা যা শুনে তোমরা স্বর্গের পরী হয়ে যাও । বাকী পরী আর কেউই নয় তাদের পাখা ইত্যাদি থাকে না । সেখানকার মহল, গয়না ইত্যাদি কেমন সুন্দর হবে । এখন মায়া তোমাদের ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে, তোমরা উড়তে পারো না । এ হলো বোঝার কথা । বোঝানো হয় যে ....আত্মা হলো রকেটের মতো । রকেট উপরে যায়, তখন মানুষ মনে করে ঈশ্বরের কাছাকাছি গেছে । এখন ওখানে কি ঈশ্বর বসে আছেন ? এ হলো আত্মাদের সৈন্যবাহিনী যা সেখানে যায় । এই কথা বুদ্ধিতে থাকা চাই যে ....বাবা হলেন আমাদের পান্ডা । তিনি অনেক আত্মাদের একসাথে নিয়ে যান । বাবা বলেন,

এই হলো আমার কাজ । আমি সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাই । আমি হলাম সম্পূর্ণ জ্ঞানী । আমি অবশ্যই আসি আর এনার মধ্যে বসে তোমাদের নিজের পরিচয় দিই । যেমন তোমাদের আত্মাদের মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা রয়েছে, তেমনই আমার মধ্যেও আছে, যা আমি রিপিট করি । তোমাদের পার্ট হলো অনেক বড় । আমি তো অর্ধেক কল্পের জন্য বাণপ্রস্থে চলে যাই । তোমাদের পার্ট হলো অলরাউন্ড । মানুষ বলে যে ভগবান এই সৃষ্টি রচনার প্রেরণা দিয়েছিলেন, তারা কিছুই বুঝতে পারে না । বাবা বলেন, আমার পার্ট যখন আসে, তখন আমি এই সাধারণের শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের রাজযোগ শেখাই । আমি তো কোনো গর্ভে আসি না । অবশ্যই কোনো মানুষের শরীরে এসে রাজযোগ শেখাবো নাকি কচ্ছ বা মচ্ছতে আসবো ? আমি কিভাবে পতিতকে পবিত্র করি ....এও তোমরাই জানো । আমি বসে তোমাদের শিক্ষা দিই । পরমপিতা পরমাত্মা এসে সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শিখিয়ে তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান, এনাকে জাদুকরও বলা হয় কারণ ইনি নরককে স্বর্গ বানিয়ে দেন । তোমাদেরও সমস্ত রহস্য খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । এই সৃষ্টির বিনাশ কিভাবে হবে ? মানুষ নিজেদের মধ্যে কিভাবে লড়াই করবে ? রক্তের নদী কিভাবে বইবে ? এইকথা বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন । পান্ডবরা কি কখনো লড়াই করে ?বাবা বলেন যে .....দেহ অভিমান ছেড়ে এক আমাকে স্মরণ করো । তাহলে অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে, তত্বের যোগীরা ভাবে যে তারা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবে । কিন্তু ব্রহ্মতে বা জ্যোতিতে কেউ লীন হয়ে যায় না । বাবা বলেন, 'মনমনাভব ।' তোমাদের মাথার ওপর অনেক বিকর্মের বোঝা আর এই স্মরণের দ্বারাই এই বিকর্ম বিনাশ হবে । না হলে ধর্মরাজের দ্বারা অনেক সাজা খেতে হবে । আমাদের তো কেবল শিব বাবাকে স্মরণ করা চাই । যদি অনেক সময় ধরে স্মরণ না করো তাহলে শেষের দিকে সেই স্থিতি বা অবস্থা পাবে না । অনেক সন্ন্যাসী বসে বসেই দেহত্যাগ করেন । ভক্তদের মহিমাও কিছু কম নয় । তবুও তো পুনর্জন্ম তাদের নিতেই হবে । এখন বাবা বলেন, আমি সমস্ত আত্মাদের সাথে করে নিয়ে যাই । তোমাদের যেন রাত - দিন এই চিন্তা থাকে যে কিভাবে বাবার পরিচয় দিতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এক বাবার থেকেই শুনতে হবে । অন্য কারোর কোনো কথা শুনবে না । জ্ঞানের কথাই মুখে রিপিট করতে এবং করাতে হবে ।

২) বাবার সাথেই ফিরে যেতে হবে তাই পুরানো খড়কুটোর মতো সংস্কারকে দিয়ে ব্যাগ এবং ব্যাগেজ ট্রান্সফার করে দিতে হবে । সবাই যাতে বাবার পরিচয় পায় .....এই এক চিন্তায় থাকতে হবে ।

বরদান: - ব্রাহ্মণ জীবনে স্মরণ আর সেবার আধারের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে মায়াজিত হও ।

ব্রাহ্মণ জীবনের আধার হলো স্মরণ আর সেবা । যদি এই স্মরণ আর সেবার আধার দুর্বল হয় তাহলে জীবন কখনো তেজ আর কখনো ঢিলে চলবে । কারোর সহযোগিতা যদি পাও, কারোর সাহায্য বা উপযুক্ত পরিস্থিতি যদি আসে তখনই চলতে পারবে নতুবা ঢিলে হয়ে যাবে এই কারণেই

স্মরণ আর সেবা এই দুয়েতেই তীব্রগতির প্রয়োজন । স্মরণ আর নিঃস্বার্থ সেবা থাকলেই মায়াজিত হওয়া খুবই সহজ, তখন প্রতিটি কর্মে বিজয় দৃশ্যমান হবে ।

স্লোগান : – সেই বিঘ্ন বিনাশক হতে পারে যে সর্বশক্তি সম্পন্ন ।